রিবায়ো

একটি প্রোবায়োটিক সমন্বয়
মানুষের অন্ত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে

উপাদান ঃ প্রতিটি ক্যাপসুলের মধ্যে *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস* (২ বিলিয়ন), *বিফিডোব্যাকটেরিয়াম বিফিডাম* (১ বিলিয়ন), *ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাস* (১ বিলিয়ন) এবং ফ্রুক্টো-অলিগোস্যাকারাইডস (১০০ মি.গ্রা.) রয়েছে।

বর্ণনা ঃ প্রোবায়োটিক মূলত আনুবীক্ষণিক জীব। ল্যাকটোব্যাসিলাস প্রজাতি, বিফিডোব্যাকটেরিয়াম প্রজাতি এবং ঈস্ট- এর অন্তর্ভূক্ত, যারা পোষক কর্তৃক গৃহিত হওয়ার পর পোষকের অন্ত্রীয় মাইক্রো ফ্লোরায় একটি ভারসাম্য আনয়ন করে পোষকের কল্যান সাধন করে। *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস*, ল্যাকটোব্যাসিলাস বংশের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে একটি। ল্যাক্টোর মানে দুধ, ব্যাসিলাস মানে আকৃতিতে রড- এর মত এবং অ্যাসিডোফিলাস মানে অ্যাসিডের প্রতি আসক্তি। *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস* প্রাকৃতিক ভাবেও নানারকম খাবার, দুগ্ধপন্য, শস্য, মাংস এবং মাছ এ পাওয়া যায়। এটি মানুষের অন্ত্র, মুখ এবং যোনীতেও উপস্থিত থাকে এবং অস্বাস্থ্যকর আর ক্ষতিকর জীবানু থেকে রক্ষা করে। বিফিডোব্যাকটেরিয়া সাধারণত মানুষের মলাশয়ে অবস্থান করে। নবজাতক, বিশেষ করে যাদের মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়, তাদের জন্মের কয়েক দিনের মধ্যে এই ব্যাক্টেরিয়া তাদের শরীরে বসতি স্থাপন করে। বিফিডোব্যাকটেরিয়াম সর্বপ্রথম মায়ের বুকের দুধ খায় এমন শিশুদের মল থেকেই সংগ্রহিত হয়েছিল। এদের এই নামকরনের কারন হচ্ছে এদেরকে সাধারণত ইংরেজী Y আকৃতি কিংবা বিফিড ফর্মে দেখা যায়। আজ পর্যন্ত ৩০টি প্রজাতির বিফিডোব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করা হয়েছে। *ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাস* দই উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে একটি। বুলগেরিয়ান ডাক্তার স্টামেন গ্রিগরভ ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম এটিকে সংজ্ঞায়িত করে বুলগেরিয়ার নামে। এরা ল্যাকটোজ ভেঙ্গে ফেলে, ফলে যাদের ল্যাকটোজ ইন্টলারেন্স আছে তাদের জন্য খুব উপকারী। কারন তাদের শরীরে ল্যাকটোজ ভাঙ্গার জন্য যে এনজাইম দায়ী তা অনুপস্থিত।

কর্ম প্রক্রিয়া ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রোবায়োটিক কার্যকলাপের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রোবায়োটিক মানুষের অন্ত্রের এপিথেলিয়াল সেল এর উপর নানা ভাবে কাজ করে অন্ত্রীয় প্রদাহ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ল্যাকটিক এসিড উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল পিএইচ হ্রাস করে এবং এভাবে এতে উপস্থিত ক্ষতিকারক জীবানু ধ্বংস করে। তাছাড়াও এটি ক্ষতিকারক জীবানুদের রিসেপ্টর বাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা করে থাকে। *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস* এবং *বিফিডোব্যাকটেরিয়াম বিফিডাম* প্রবাহিত রক্ত কণিকার সাধারণ প্রতিরোধক ফ্যাগোসাইটিক এক্টিভিটি বৃদ্ধি করে। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, যেমন- *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস*, *ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাস* ইত্যাদি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এরা ধাতব আয়ন সমূহের (যেমন-লৌহ, কপার) চিলেশন করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেনকে ধ্বংস করে এদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

রোগ নির্দেশনাঃ আইবিএস, ত্রুটিপূর্ণ হজম ক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়া, এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ জনিত ডায়রিয়া, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স ও ওরাল এন্ড ভ্যাজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস।

সেবন মাত্রা ও সেবনবিধি ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ও ছয় বছরের শিশু বা তার অধিক বয়সের জন্য দৈনিক ১-২টি ক্যাপসুল ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঃ এখন পর্যন্ত এতে কোন বিষাক্ততা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

বিরুদ্ধ প্রয়োগ ঃ জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যপান ঃ গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহারে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

সংরক্ষণ ঃ সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে, একটি শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন এবং রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করুন।

সরবরাহ ঃ প্রতিটি বক্সে রয়েছে ৫ X ৬ টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

IBN SINA

প্রস্তুতকারকঃ
দি ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লিঃ
(হারবাল বিভাগ), সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।